কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার
আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ
সম্মানীয় বিচারপতি শেখর বি. সরাফ

২০২১ সালের ডব্লু. **পি. এ. ১৬০৬৪**

সুরেন্দ্র প্রসাদ

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর পক্ষে : শ্রী দেবাশীষ সাহা, আইনজীবী

শ্রী শ্রাবন্তি দাস, আইনজীবী

উত্তরদাতাদের জন্য : শ্রী কমল কুমার চট্টোপাধ্যায়, আইনজীবী

শেষ শুনানীঃ ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ **২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩**

বিচারপতি শেখর বি. সরাফ :-

১. আবেদনকারী সুরেন্দ্র প্রসাদ, পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের ডেপুটি মুখ্য লেবার কমিশনার (কেন্দ্রীয়) কর্তৃক প্রদত্ত ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশ বাতিল করার জন্য বিবাদীদের নির্দেশ দিয়ে রিট এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের মতো একটি রিটের জন্য আবেদন করে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনটি দাখিল করেছেন

(এখন থেকে 'উপ-প্রধান শ্রম কমিশনার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ফলস্বরূপ সহকারী শ্রম কমিশনার, রাণীগঞ্জ/দুর্গাপুর (এখন থেকে 'সহকারী শ্রম কমিশনার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশটি বহাল রাখছি। আবেদনকারী একটি রিট এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের মতো একটি রিটও চেয়েছেন যাতে বিবাদীদের তার প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি এবং প্রযোজ্য সুদ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

<u>তথ্যাদিঃ</u>

২. আমি তাৎক্ষণিক মামলার বাস্তবিক ম্যাট্রিক্স নিচে তুলে ধরলাম:

ক. আবেদনকারী ৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৮ সালে ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনে (এরপর থেকে 'এফসিআই' নামে পরিচিত) একজন এজি-III(ডি) হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। আবেদনকারীকে প্রথমে এজি-II(ডি) এবং পরে ২০০১ সালে এজি-I(ডি) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। আবেদনকারী এফ.এস.ডি. চানপাতিয়ায় দুটি শেডের ডিপো-ইনচার্জ/সার্বিক ইনচার্জ ছিলেন।

খ. ২০১২ সালে, জেলা অফিস, এফসিআই, চম্পারণ (মোতিহারি), আঞ্চলিক অফিস, পাটনা এবং জোনাল অফিস, কলকাতার কর্মকর্তাদের একটি দল দ্বারা এই ধরনের শেডগুলির একটি ভৌত যাচাইকরণ পরিচালিত হয় যেখানে খাদ্যশস্যের ঘাটতি পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে, এফসিআই, জোনাল অফিস, কলকাতা এবং এফসিআই সদর দপ্তর, নয়াদিল্লি ডিপোর হিসাবগুলির একটি নিরীক্ষা পরিচালনা করে। আবেদনকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের ১ জুন, ২০১২ তারিখে এফসিআই-এর মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং

২০১২ সালের ১৭ই অক্টোবর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এই ধরনের প্রত্যাহারের পর আবেদনকারীকে এফ. সি. আই জেলা কার্যালয়, সুরিতে (পশ্চিমবঙ্গ) এবং তারপর পশ্চিমের বাংলা আবদারপুরের ডিপোতে নিয়োগ করা হয়।

গ. ২০১৩ সালের ১৯শে জানুয়ারি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট জারি করা হয় এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। এর পরপরই, আবেদনকারী ৩০শে নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত অনুসন্ধান আধিকারিকের অনুসন্ধানগুলি ছিল যা আঞ্চলিক মহাব্যবস্থাপকের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছিল। অফিস, পাটনা তারিখ ৩১ আগস্ট, ২০১৫:

ক্রমিক নম্বর	নাম ও উপসংহার/ফলাফল -এর পদবি কোম্পানির	উপসংহার / ফলাফল
১.	শ্রী সুরেন্দ্র প্রসাদ প্রাক্তন-এ. জি আই (ডি)	ক. স্মারকলিপি নং-এর অনুচ্ছেদ ১ ও ২, -ভিগ-২ (১৪৪৯)/০৩/২০১২ অংশ তারিখn জানুয়ারী ১৯,২০১৩, সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত খ. তালিকাভুক্ত নথিপত্র দ্বারা বহাল না থাকা এইচ/টি ঠিকাদারকে ১,১২,৮৮,১৫৩/- টাকা (এক কোটি বারো লক্ষ আশি হাজার একশ তিপ্পান্ন টাকা মাত্র) অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অভিযোগ।

	সংযোজন নং-এর ভিগ-২ (১৪৪৯)/০৩/২০১২ অংশ জানুয়ারি ৬,২০১৫
	গ. ৬ জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখের সংযোজন নং Vig-2(1449)/03/2012/Part অনুযায়ী H/T ঠিকাদারদের কাছে ৩৪,৫৯,৭১৫/- টাকা (চৌত্রিশ টাকা লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশ পনেরো টাকা মাত্র) অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অভিযোগ, যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হচ্ছে না।
	ঘ. ৬ জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখের সংযোজন নং ভিগ ২(১৪৪৯)/০৩/২০১২/পার্ট অনুসারে, H/T ঠিকাদারদের কাছে ২,৬০,০৭৭/- টাকা (মাত্র দুই লক্ষ ষাট হাজার সাতাশ টাকা) জাল অর্থ প্রদানের অভিযোগ, যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হচ্ছে না।

ঘ. তদন্ত কর্মকর্তার উপরোক্ত তথ্যের প্রতি মনোযোগ দিয়ে, এফসিআই-এর পাটনার আঞ্চলিক কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত শাস্তি জারি করেছেন:-

ক্রমিক নম্বর	নাম ও উপসংহার/ফলাফল -এর পদবি কোম্পানির	উপসংহার / ফলাফল
১.	শ্রী সুরেন্দ্র প্রসাদ প্রাক্তন-এ. জি আই (ডি)	"AGIII(D)-এর নিম্ন পদের জন্য AGIII(D)-এর ন্যূনতম হ্রাসকৃত পদের সাথে সাথে গ্র্যাচুইটি ব্যতীত অবসরকালীন বকেয়া থেকে ১,০০,০০০/- টাকা (শুধুমাত্র এক লক্ষ টাকা) টোকেন পুনরুদ্ধার"

ঙ. আবেদনকারী যুক্তি দেন যে তিনি গ্র্যাচুইটি পাননি এবং তাই তিনি আঞ্চলিক শ্রম কমিশনার (কেন্দ্রীয়), কলকাতার কাছে ১০,০০,০০০/- টাকা (মাত্র দশ লক্ষ টাকা) মূল্যের গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য আবেদন করেন। আঞ্চলিক শ্রম কমিশনার (কেন্দ্রীয়), কলকাতা উক্ত আবেদনটি সহকারী শ্রম কমিশনারের কাছে স্থানান্তর করেন, যিনি ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে একটি আদেশ প্রদান করেন। সহকারী শ্রম কমিশনারের উক্ত আদেশে আবেদনকারীকে ৩,৪৮,৩৫৮/- টাকা (মাত্র তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তিনশ আটান্ন টাকা) গ্র্যাচুইটি হিসাবে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চ. এফসিআই সহকারী শ্রম কমিশনারের ১৮ মে, ২০১৭ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের আবেদন করেছে,

উপ-প্রধান শ্রম কমিশনারের কাছে। এফসিআই উপ-প্রধান শ্রম কমিশনারের পর্যবেক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলি তৈরি করেছে:

(i) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চানপাতিয়া থানায় ১৭ জুলাই, ২০১০ তারিখে মামলা নং ১৭০/২০১০-এ একটি পুলিশ মামলা দায়ের করা হয়েছিল;

(ii) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে নং আরসি ২০৩ ২০১২ এ ০০২৮-এ একটি সিবিআই মামলা দায়ের করা হয়েছিল;

(iii) ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১২০ ধারার অধীনে ১২ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে নং ৫১২/২০০৪-এ আরেকটি পুলিশ মামলাও তার বিরুদ্ধে বিচারাধীন ছিল;

(iv) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ১২০বি এবং ৪২০ এর অধীনে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৩(১)(d) সহ পঠিত ধারা ১৩(২) এর অধীনে ৩০ আগস্ট, ২০১৪ তারিখের একটি সিবিআই মামলা নং RCO23 2014 A0018 এবং ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ১৩(১)(d) এর অধীনে সিবিআই/এসিবি/পাটনা দায়ের করেছে;

(v) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২,৪৭,৫২৩/- টাকা (দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশ তেইশ টাকা মাত্র) বকেয়া ছিল যার জন্য ৬ জুন, ২০১৬ তারিখের রেফারেন্স নং A/23(Vig)/NDC/2006- 15/261(II) এর অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল;

ছ. ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার বিবেচনা করেছেন পূর্বোক্ত উপাদানগুলি প্রমাণ হিসাবে তাঁর সামনে রাখা হয়েছে

আবেদনকারীর অপরাধ এবং এটিকে গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৪ (৬) (খ) (১১)-এ নির্ধারিত "নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ" বলে মনে করা হয়েছে। ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনারের ১৬ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশে, এফসিআই-এর দায়ের করা আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সহকারী শ্রম কমিশনারের পূর্ববর্তী আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে আবেদনকারী ১০,০০,০০০-টাকার (মাত্র দশ লক্ষ টাকা)।

চ. এর পরে, আবেদনকারী একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন, যার নাম হল সি ডব্লু জে সি ২০১৮ সালের ১২,৭৬৭ নম্বর পাটনা হাইকোর্টের সামনে ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনারের ১৬ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশ বাতিল করার জন্য। ২০২০ সালের ৫ই নভেম্বর, পাটনা হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারক ছাড়া এখতিয়ারের ভিত্তিতে রিট পিটিশন খারিজ করে দেন। মামলার যোগ্যতার দিকে যাওয়া।

জ. ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনারের ১৬ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারী অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। এই আদালতের সামনে ভারতের সংবিধান।

<u>বিষয়বস্তু-</u>

৩. আবেদনকারীর আইনজীবী নিম্নলিখিত করেছেন জমাঃ-

ক. এটি আবেদনকারীর যুক্তি যে ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার গ্র্যাচুইটি পেমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭২-এর ধারা ৪ (৬)-এর পরিধি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং যে ইরেচুইটি প্রদান দাতব্য অঙ্গভঙ্গি নয়, বরং একটি স্বীকৃত কর্মচারীর পক্ষে প্রদত্ত বিধিবদ্ধ অধিকার।

খ. উপরন্তু, আবেদনকারী বলেন যে তাঁকে কখনও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি এবং তাই তিনি গ্র্যাচুইটির অধিকারী। আবেদনকারীকে কখনই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি এই বিষয়টি ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার বিবেচনা করেননি। এবং তাই ১৬ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশটি আইনের দিক থেকে খারাপ।

গ. আবেদনকারী আরও বলেন যে ১৬ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশে ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার কর্তৃক "নৈতিক অধঃপতন"-এর অর্থ ও পরিধি সম্পর্কিত পূর্বসূরী এবং আলোচনার কোনও প্রভাব নেই বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি।

ঘ. অবশেষে, আবেদনকারীর কৌঁসুলি বলেন যে, প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষ জি. আর. কেস নং. ৫৩৭৩/২০০৪ সহ মামলাগুলিতে আবেদনকারীকে মিথ্যাভাবে জড়িত করার চেষ্টা করেছে যেখানে তিনি বিদ্বান বিচার বিভাগীয় দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রে খালাস পেয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট-I-কাম-অতিরিক্ত মুন্সিফ।

৪. বিবাদীদের আইনজীবী নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন:-

ক .এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সিবিআই মামলা, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের আরসি নম্বর ২০৩ ২০১২ এ ০০২৮, এবং সিবিআই/এসিবি/পাটনা দ্বারা আরসি নম্বর ০২৩ ২০১৪ এওও ১৮ তারিখের ৩০শে আগস্ট, ২০১৪ নথিভুক্ত আরেকটি সিবিআই মামলা। উত্তরদাতারা আরও উল্লেখ করেছেন যে পিএস চানপাটিয়ায় দুটি পুলিশ মামলা, যার মধ্যে রয়েছে ২০০৪ সালের ১২ই ডিসেম্বরের মামলা নম্বর ৫১২ এবং ২০১০ সালের ১০ই জুলাইয়ের মামলা নম্বর ১৭০, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, ১ কোটি টাকা-(দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো তেইশ টাকা মাত্র) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বকেয়া রয়ে গেছে যার জন্য ৬ই জুন, ২০১৬ তারিখের একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে।এই সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখে, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ এই আদালতের সামনে যুক্তি দেখিয়েছে যে আবেদনকারী তার নিয়োগকর্তার প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেননি, অর্থাৎ এফসিআই এবং এটি এর আওতায় "নৈতিক অধঃপতন" গঠনকারী অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৪ (৬)।

খ. উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখিয়েছে যে ৩১শে আগস্ট, ২০১৯৫ তারিখের জরিমানা আদেশের পরে আবেদনকারীর বেতন কমিয়ে ৯,৩০০/- টাকা (মাত্র নয় হাজার তিনশো টাকা) করা হয়েছে এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উল্লিখিত মামলাগুলি বিচারাধীন রয়েছে যা উভয়ই আবেদনকারীকে খুঁজে বের করার ভিত্তি।

"নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ"-এর জন্য দোষী। উত্তরদাতারা বলেন যে উপ-প্রধান শ্রম কমিশনার এই দুটি বিষয় বিবেচনা করেছেন এবং তাই ধারা ৪ (৬) (খ) (ii) প্রয়োগ করে আবেদনকারীকে গ্র্যাচুইটি সঠিকভাবে অস্বীকার করেছেন গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ সালের ।

গ. অবশেষে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে বর্তমান রিট পিটিশনটি আইনে রক্ষণযোগ্য নয় কারণ পাটনার মাননীয় হাইকোর্ট ইতিমধ্যে ৫ নভেম্বর, ২০২০-এ ২০১৮-এর ১২,৭৬৭ নম্বর রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছে, যেখানে পাটনার মাননীয় হাইকোর্ট আবেদনকারীকে উপর কোনও নতুন কার্যধারা শুরু করার অনুমতি দেয়নি কর্মের একই কারণ।

<u>পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ-</u>

৫. আমি উভয় পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি পর্যালোচনা করেছি। এই আদালত বর্তমান রিট পিটিশনের মূল বিষয় বিবেচনা করার আগে, ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনারের আদেশ বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

৬. ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশ অনুসারে, উপ-প্রধান শ্রম কমিশনার এটিকে "নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ" হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন যেখানে অভিযোগকৃত অপরাধটি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং সিবিআই মামলার বিচারাধীনতা ছিল।

প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ এর উপ-প্রধান শ্রম কমিশনারের আলোচনা আবেদনকারীর অভিযুক্ত ফৌজদারি এবং সিবিআই মামলাগুলি পুনরুৎপাদন করা হয়েছে নিচেঃ-

> *"কাজ চলাকালীন তিনি খুবই মজার একটি বক্তব্য দিয়েছেন, যেমন তার বিরুদ্ধে মামলা এবং পুলিশ রিপোর্টগুলি কেবল অভিযোগ। এটা খুবই অদ্ভুত!!! একজন ইতিহাসবিদ কীভাবে এত হাস্যকর এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য দিতে পারেন!!!*
>
> *তিনি শাস্তিমূলক তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন, এবং আমি নিশ্চিত, তিনি অবশ্যই নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি কীভাবে বলতে পারেন যে এগুলো তার উপর নিছক অভিযোগ!"*

৭. ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেন গ্র্যাচুইটি প্রদান আবেদনকারীর হওয়ার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে তার বিরুদ্ধে বিচারাধীন সিবিআই কার্যক্রমে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। এই ধরনের আলোচনার প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি পুনরুত্পাদন করা হয়েছে নিচেঃ-

> "যদি কোনও সাধারণভাবে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গ্র্যাচুইটি প্রদান না করা হয় তবে এটি আটকে রাখার সমান হবে তবে বর্তমান ক্ষেত্রে উত্তরদাতা একজন হিস্ট্রি সিটার এবং সন্দেহজনক সততার ব্যক্তি। আমার বিবেচনায়, এই ধরনের ব্যক্তি গ্র্যাচুইটির যোগ্য নন। যদি এই ধরনের ব্যক্তিকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়, তবে আমি ভয়, আইনের উপর একটি জালিয়াতি করা হবে যা

১৯৭২ সালে আইনটি পাস করার সময় মাননীয়া আইনসভা এই আইনটি পাস করার ইচ্ছা পোষণ করেনি। যদি উত্তরদাতা মাননীয়া সিবিআই আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে কী হবে? যদি তিনি এই অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন তবে এটি নৈতিক অধমতা গঠনকারী অপরাধ হবে এবং গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ নিষিদ্ধ করে এই ধরনের ব্যক্তিদের গ্র্যাচুইটি প্রদান।"

৮. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি বাদ দিয়ে, উপ-প্রধান শ্রম কমিশনার কেবল "নৈতিক স্খলন" এর ব্যুৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেননি, বরং দার্শনিক এবং অভিধানের একটি বিস্তৃত সংগ্রহ উদ্ধৃত করে এই বাক্যাংশটির উপর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। উক্ত আদেশটি "নৈতিক স্খলন" সম্পর্কে এই দেশের বিভিন্ন উচ্চ আদালতের রায় উদ্ধৃত করে বেশ বিস্তৃত আলোচনার পরে দেওয়া হয়েছে। এই আদালত "নৈতিক স্খলনের" ব্যুৎপত্তিগত এবং দার্শনিক পরিধি সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার কোনও কারণ খুঁজে পায় না, এবং উপ-প্রধান শ্রম কমিশনারের উদ্ধৃত রায়ের সাথেও কোনও প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায় না, যা বর্তমান মামলার বাস্তবিক ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এই ধরনের রায়ের অপ্রযোজ্যতার প্রাথমিক কারণ হল, উপ-প্রধান শ্রম কমিশনারের উদ্ধৃত রায়গুলি এমন একজন কর্মচারীর সাথে সম্পর্কিত যাকে চাকরির সময় তাদের কর্মের কারণে বরখাস্ত করা হয়েছিল বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। উপ-প্রধান শ্রম কমিশনার এই আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বিষয়টিকে বিবেচনা করেননি, কিন্তু

৩১শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখের পাটনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকের আদেশে বিশেষভাবে এজি-৩য় (ডি) পদে পদচ্যুতির জরিমানা এবং গ্র্যাচুইটি ছাড়া অন্যান্য অবসরকালীন বকেয়া থেকে এক লক্ষ টাকা (শুধুমাত্র এক লক্ষ টাকা) টোকেন আদায়ের কথা বলা হয়েছে, তবে জরিমানার আদেশ বাতিল করা হয় না, না এটি কি আবেদনকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে।

৯. এই ধরনের আলোচনার কথা মাথায় রেখে, এই আদালত শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক বিষয় খুঁজে পেয়েছে, অর্থাৎ, আবেদনকারীর পরিস্থিতি গ্র্যাচুইটি প্রদানের আইনের ৪ (৬) ধারার প্রয়োগকে আকর্ষণ করে কিনা ১৯৭২ |

১০. গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৪ (৬)-এ "নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ"-এর বর্তমান অভিযোগ সহ সমস্ত ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকাল বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি পূর্ব-প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে 'সমাপ্তি' নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্র্যাচুইটি আইন, ১৯৭২ নিম্নরূপঃ-

৪. গ্র্যাচুইটি প্রদানঃ-

(৬) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) এমন কোনও কর্মচারীর গ্র্যাচুইটি, যার পরিষেবা কোনও কাজের জন্য বাতিল করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত বাদ দেওয়া বা অবহেলা যার ফলে নিয়োগকর্তার সম্পত্তির কোনও ক্ষতি বা ক্ষতি বা ধ্বংস হয়, তার পরিমাণ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হবে এইভাবে হওয়া ক্ষতি বা ক্ষতি।

(খ) কোনও কর্মচারীকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাজেয়াপ্ত হতে পারে]-

i) যদি এই ধরনের কর্মচারীর চাকরি তার দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খল আচরণ বা তার পক্ষ থেকে অন্য কোনও সহিংসতার জন্য বাতিল করা হয়, অথবা

(ii) যদি এই জাতীয় কর্মচারীর পরিষেবা এমন কোনও কাজের জন্য বাতিল করা হয় যা নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ গঠন করে, তবে শর্ত থাকে যে এই জাতীয় অপরাধ তার কর্মসংস্থানের সময় তার দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

১১. এই আদালত এখন সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতার হাইকোর্টের বিভিন্ন রায় বিবেচনা করে প্রমাণ করবে পূর্বোক্ত আলোচনা।

১২. সুপ্রিম কোর্ট জোরসিং গোবিন্দ ভাঞ্জারি বনাম বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক, মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, জলগাঁও বিভাগ, মামলায় (২০১৭) ২ SCC ১২-তে বলা হয়েছে যে গ্র্যাচুইটি অস্বীকার করার জন্য চাকরির অবসান একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নীচে পুনরুত্পাদন করা হল:-

> "১৫. একজন কর্মচারীকে গ্র্যাচুইটি প্রত্যাখ্যান করার জন্য, কেবল গার্হস্থ্য তদন্তের প্রতিবেদন অনুসারে, কর্মচারীর অভিযুক্ত অসদাচরণকে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যথেষ্ট নয়। অভিযুক্ত অসদাচরণকে অবশ্যই বরখাস্ত করতে হবে, যা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।"

১৩. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা বনাম সি. জি. অজয় বাবু ও আরেকজন মামলায়, (২০১৮) ৯ এস. সি. সি ৫২৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট আরও নিশ্চিত করেছে যে গ্র্যাচুইটি প্রদানের অর্থ বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি নেই যদি না এটি গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৪ (৬)-এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিস্থিতির পরিবর্তে করা হয়। প্রাসঙ্গিক রায়ের অনুচ্ছেদগুলি নীচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছেঃ-

> "১৭. যদিও আপিলকারী ব্যাংকের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, বিবাদী কর্মচারীর আচরণ, যার ফলে বিভাগীয় কার্যক্রমে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, তা নৈতিক স্খলনের সাথে সম্পর্কিত, আমরা আশঙ্কা করছি যে এই যুক্তির প্রশংসা করা যাবে না। গ্র্যাচুইটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য নৈতিক স্খলনের সাথে জড়িত ব্যক্তির আচরণ বাধ্যতামূলক নয় বরং আচরণ বা কাজটি নৈতিক স্খলনের সাথে জড়িত অপরাধ হওয়া উচিত। অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হলে, এই কাজটি আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য হওয়া উচিত। এটি সম্পূর্ণরূপে ফৌজদারি আইনের পরিধির মধ্যে পড়ে। কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা ব্যাংকের কাজ নয়। এটি আদালতের কাজ। আপিলকারী ব্যাংক কর্তৃক শুরু করা শাস্তিমূলক কার্যক্রম ছাড়াও, ব্যাংক কোনও এফআইআর নথিভুক্ত করে বা কোনও ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে ফৌজদারি আইন চালু করেনি যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় যে বরখাস্তের দিকে পরিচালিত অসদাচরণ নৈতিক স্খলনের সাথে জড়িত অপরাধ।

আইনের উপ-ধারা (৬) (খ) (ii) এর অধীনে, গ্র্যাচুইটি বাজেয়াপ্ত করা কেবল তখনই অনুমোদিত যদি কোনও কর্মচারীর সমাপ্তি এমন কোনও অসদাচরণের জন্য হয় যা নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ গঠন করে এবং সেই অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়। উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা।

****

১৯. বর্তমান মামলায়, ব্যাঙ্কের মতে, অসদাচরণের জন্য বিবাদীর কোনও দোষী সাব্যস্ততা নেই যা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ। অতএব, ২০-৪-২০০৪ তারিখের আদেশে বর্ণিত "আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অসদাচরণ নৈতিক স্খলনজনিত কর্মকাণ্ড" এর ভিত্তিতে গ্র্যাচুইটি বাজেয়াপ্ত করার কোনও যুক্তিসঙ্গততা নেই। অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের ঝুঁকিতে, আমরা বলতে পারি যে আইনের প্রয়োজনীয়তা নৈতিক স্খলনজনিত কর্মকাণ্ডের অসদাচরণের প্রমাণ নয় বরং এই কাজগুলি নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং এই ধরনের অপরাধ আইনের আদালতে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

১৪. এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আবেদনকারীকে ফৌজদারি মামলার সমস্ত অভিযোগ থেকে জি. আর. কেস নং ৫৩৭৩/২০০৪ এবং আরসি নং ২০৩ ২০১২ সালের ০০২৮ সহ সিবিআই মামলা সহ বাকি মামলাগুলি থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। তারিখ ২৭শে ডিসেম্বর, ২০১২, দ্বারা নিবন্ধিত আরেকটি সিবিআই মামলা

২০১৪ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখের আরসি নম্বর ০২৩ ২০১৪ এওও১৮ সম্বলিত সিবিআই/এসিবি/পাটনা এবং ২০১০ সালের ১০ই জুলাই তারিখের ফৌজদারি মামলা নং ১৭০ বিচারাধীন রয়েছে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বোক্ত ফৌজদারি এবং সিবিআই কার্যধারা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, ততক্ষণ নিয়োগকর্তা, এফসিআই আবেদনকারীকে গ্র্যাচুইটি প্রদান বন্ধ করতে পারে না।

১৫. উপরন্তু, যশবন্ত সিং গিল বনাম ভারত কোকিং কোল লিমিটেড এবং অন্যান্যরা মামলায়, (২০০৭) ১ এস. সি. সি ৬৬৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে, শীর্ষ আদালত গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৪ (৬)-এ নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। অনুচ্ছেদগুলি নীচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছেঃ-

> ১৩. এই আইনে গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য একটি নিবিড় পরিকল্পনার বিধান রয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ণ কোড যা গ্র্যাচুইটির জন্য একটি প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিধানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি কেবল গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারই তৈরি করে না, বরং এর পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নীতিগুলি এবং যে শর্তগুলির ভিত্তিতে তাকে অস্বীকার করা যেতে পারে তাও নির্ধারণ করে। যেমনটি এখানে আগে লক্ষ্য করা গেছে, আইনের ৪ ধারার (৬) উপ-ধারায় তার উপ-ধারা (১) এর সাথে একটি অ-বাধা ধারা রয়েছে। যেহেতু এর কারণে, একটি অর্জিত বা অর্পিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তার অধীনে নির্ধারিত শর্তগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অতএব, এতে থাকা বিধানগুলি অবশ্যই নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। আইনের ৪ নং ধারার উপ-ধারা (৬)-

কোনও কাজ, ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া বা অবহেলার কারণে কোনও ক্ষতির জন্য কোনও কর্মচারীর চাকরি বাতিল করা। তবে, বাজেয়াপ্ত করার জন্য দায়বদ্ধ পরিমাণ কেবল ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ পর্যন্ত হবে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। এটি পাওয়া যায়নি যে উত্তরদাতা ১-কে প্রদত্ত ক্ষতি বা ক্ষতি আপিলকারীকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণের চেয়ে বেশি ছিল।আইনের ৪ নং ধারার (৬) উপধারার (খ) ধারায় তাঁর দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খল আচরণ বা তাঁর পক্ষ থেকে অন্য কোনও হিংসাত্মক কাজের জন্য তাঁর চাকরি বাতিল করা হলে বা নৈতিক অধঃপতন জড়িত কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে গ্র্যাচুইটির পুরো পরিমাণ বা অংশ বাজেয়াপ্ত করারও বিধান রয়েছে।

১৪. আইনের ৪ নং ধারার উপ-ধারা (৬)-এ উল্লিখিত যে কোনও কারণে পরিষেবা বাতিল করা, অতএব, অপরিহার্য।"

১৬. স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম তারকনাথ সেনগুপ্ত ও অন্যান্যরা বিষয়ে ২০০৯ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৮৮২-এর প্রতিবেদনে এই হাইকোর্টের সমন্বিত বেঞ্চ একজন কর্মচারীর গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারকে নিশ্চিত করেছে এবং গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৪ (৬) আহ্বানের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে 'সমাপ্তি'-র প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নিচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছেঃ-

"২২. **এই আইনের বিধানাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, গ্র্যাচুইটি তার নিয়োগকর্তার দ্বারা আচ্ছাদিত কোনও কর্মচারীকে প্রদেয় হয়, অনুদান হিসাবে বা বিনা মূল্যে অর্থ প্রদান হিসাবে নয়; পরিবর্তে, এটি এমন একটি অর্থ প্রদান যা কোনও কর্মচারী তার দ্বারা প্রদত্ত প্রশংসনীয় পরিষেবার জন্য সময় অর্জিত হয়।**

****

২৬. এই আদালত নম্রভাবে মতামতটি ভাগ করে নেয়। যেহেতু আইনটি নিজেই গ্র্যাচুইটির পরিমাণ নির্ধারণের পাশাপাশি তার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করে, তাই কোনও নিয়োগকর্তার পক্ষে আইনের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য পরিপূরক বিধান করা উন্মুক্ত থাকবে তবে এমন বিধান তৈরি করা যা কার্যকরভাবে কোনও কর্মচারীর গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারকে আইনত অনুমোদিত করে না। আইনের ১৪ ধারায় থাকা বিধানটির ওভাররাইডিং প্রভাব রয়েছে এবং তাই ধারা ৪ (৬) দ্বারা অনুমোদিত সীমা ব্যতীত কোনও কর্মচারীকে তার যথাযথ গ্র্যাচুইটি অস্বীকার করার জন্য অন্য কোনও আইন বা উপকরণের শর্তাবলী বা চুক্তির প্রয়োগের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এইভাবে নিয়োগকর্তা অবসর গ্রহণের পর কোনও কর্মচারীর কোনও অপকর্ম বা আপত্তিকর আচরণের কারণে গ্র্যাচুইটি থেকে কোনও ছাড় কার্যকর করার জন্য আইনে অধিকারী নন। এই প্রস্তাবের জন্য কোনও ওয়ারেন্ট নেই যে কোনও কর্মচারী তার নিয়োগকর্তার কাছে এর পরে বাদ দেওয়া/কমিশনের কাজের ক্ষেত্রে যে কোনও পরিমাণ পাওনা দিতে পারে। তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তার গ্র্যাচুইটি থেকে কাটা যেতে পারে

যদিও নিয়োগকর্তার নিয়মগুলি এটির অনুমতি দিতে পারে। আইনের অধীনে গ্র্যাচুইটির অধিকার বিধিবদ্ধ। আইনের ১৪ ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করে, আইনের বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কোনও অ-বিধিবদ্ধ নিয়ম (যা সেখানে উল্লিখিত একটি উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়) গ্র্যাচুইটি পাওয়ার বিধিবদ্ধ অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না, যা আইন থেকে প্রবাহিত হয়। এটি কেবল তখনই হয় যখন কোনও কর্মচারীর পরিষেবা বাতিল করা হয় ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৬) এর ধারা (ক) এবং (খ) এ নির্দিষ্ট প্রকৃতির ভিত্তিতে যে তিনি এর অধীনে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারটি বাজেয়াপ্ত করেন। আইন এবং অন্যথায় নয়।....."

১৭. সবশেষে, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স বনাম ডেপুটি মুখ্য লেবার কমিশনার (কেন্দ্রীয়), কলকাতা ও অন্যান্যরা ২০১৭ সালে এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৩৪৭৯-এ রিপোর্ট করেছিলেন, যেখানে এই হাইকোর্টের একটি সমন্বিত বেঞ্চের সামনে অনুরূপ তথ্যগত ম্যাট্রিক্স ছিল। পণ্ডিত একক বিচারক নিয়োগকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বিভাগীয় তদন্ত সত্ত্বেও আবেদনকারীকে পদচ্যুতির শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও, সুদ সহ গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে হবে। আদালত ধারা সম্পর্কিত উপরোক্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ সালের ৪ (৬)।

<u>সারসংক্ষেপ এবং উপসংহার</u>

১৮. সংক্ষিপ্ততার জন্য, আমি প্রাসঙ্গিক নীতিগুলি বের করেছি আইনের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে উদ্ভূত হয়েছেঃ

ক. গ্র্যাচুইটি প্রদান দাতব্য নয়, বরং একটি বিধিবদ্ধ অধিকার গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ দ্বারা স্বীকৃত।

খ. গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৪ (৬) নির্দিষ্ট শর্ত নির্ধারণ করে যেখানে নিয়োগকর্তা গ্র্যাচুইটি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। পূর্বোক্ত রায়গুলির মাধ্যমে, বিশেষত, **জর্সিং গোবিন্দ ভঞ্জারি বনাম বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক, মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, জলগাঁও বিভাগ, জলগাঁও (উপরে),** অভ্যন্তরীণ তদন্তের প্রতিবেদন অনুসারে কর্মচারীর কথিত অসদাচরণ "নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ" গঠন করার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং কথিত অসদাচরণের কারণে পরিষেবাগুলি বাতিল করা, যা নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ গঠন করে। গ্র্যাচুইটি প্রদানের বাজেয়াপ্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয়।

গ. **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা বনাম. সি. জি. অজয় বাবু ও অন্যান্য (উপরে উল্লিখিত)** অনুসারে, "নৈতিক অধমতা জড়িত অপরাধ" অবশ্যই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতে হবে এবং আইন আদালতে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, অর্থাৎ, আবেদনকারীকে আইনের আদালতে এই ধরনের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা উচিত ছিল। এটি তখনই হয় যখন "নৈতিকতার সাথে জড়িত অপরাধের" ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের অবসান ঘটে।

নিম্নচাপ "একটি আদালতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যে ধারা ৪ (৬) গ্র্যাচুইটি প্রদান, ১৯৭২ আকৃষ্ট হয়।

১৯. আইনের পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠিত নীতির উপর ভিত্তি করে, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে আবেদনকারীকে ২৭শে ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের আরসি নং ২০৩ ২০১২ এ ০০২৮-এর সঙ্গে সিবিআই মামলা, ৩০শে আগস্ট, ২০১৪ তারিখের আরসি নং ০২৩ ২০১৪ এওও ১৮ সহ সিবিআই/এসিবি/পাটনা দ্বারা নিবন্ধিত আরেকটি সিবিআই মামলা এবং ১০ই জুলাই, ২০১০ তারিখের ফৌজদারি মামলা নং ১৭০ সহ পরিষেবা এবং মামলাগুলি থেকে কখনও বরখাস্ত করা হয়নি সবগুলিই মুলতুবি রয়েছে।

২০. তদনুসারে, এই আদালত নিম্নলিখিত নির্দেশ দেয়।

<u>আদেশ এবং দিকনির্দেশ</u>

২১. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিবাদীদের বিরুদ্ধে আবেদন (খ) এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি রিট অফ ম্যান্ডামাস জারি করা হোক। এই আদালত উপ-প্রধান শ্রম কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশ বাতিল করে এবং সহকারী শ্রম কমিশনারের ১৮ মে, ২০১৭ তারিখের আদেশকে নিশ্চিত করে। বিবাদী কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীকে তার অবসর গ্রহণের তারিখের এক মাস পর থেকে ৮ শতাংশ হারে সুদ সহ গ্র্যাচুইটি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যা প্রযোজ্য হতে পারে। তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে।

২২. তদনুসারে, এই রিট পিটিশনটি ডাব্লুপিএ/১৬০৬৪/২০২১ অনুমোদিত।

২৩. এই আদেশের একটি জরুরি ফটোস্ট্যাট-প্রত্যয়িত কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি শেখর বি. সরাফ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal